প্রাণিসেবা যৌথ খামার

প্রাণিসেবা যৌথ খামার কি?

প্রাণিসেবা যৌথ খামার ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রান্তিক খামারিদের অর্থনৈতিক অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করার একটি আধুনিক প্রচেষ্টা। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সফলভাবে এই যৌথ খামার করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রাণিসেবা যৌথ খামার প্রকল্পে ১২-১৮ মাস বয়সের একটি ষাড় গরু কিনে গবাদিপ্রাণি লালন পালনের জন্য প্রসিদ্ধ এমন এলাকার একজন ক্ষুদ্র খামারির কাছে দেওয়া হয়। পরবর্তী ৪-৫ মাস খামারি এই গরুটিকে লালন-পালন করেন। এরপর স্থানীয় হাটে অথবা প্রাণিসেবা শপের মাধ্যমে অন্য কোন ক্রেতার কাছে সর্বোচ্চ লাভজনক দামে গরুটি বিক্রি করা হয়।

যৌথ খামার কেন?

যৌথ খামার প্রকল্পটি অতিমারী কোভিড-১৯ এর প্রাদূর্ভাবে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আয় ও কর্মসংস্থানের বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষে প্রাণিসেবা ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু করে। অনেক বিনিয়োগকারী প্রান্তিক কৃষকের প্রতি ভালবাসা থেকে যৌথ খামার প্রকল্পে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রাণিসেবা যৌথ খামার কোনও অনুদান ভিত্তিক প্রকল্প নয় বরং এটি একটি লাভজনক এবং অংশীদারিত্বমূলক বিনিয়োগের সুযোগ - যেখানে বিনিয়োগ করে আপনি নিজের এবং দেশের পল্লী অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখতে পারছেন।

যৌথ খামার কিভাবে কাজ করে

কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট দামে একটি ষাঁড়ের (গড় ওজন ২০০ কেজি) উপর বিনিয়োগ করে।

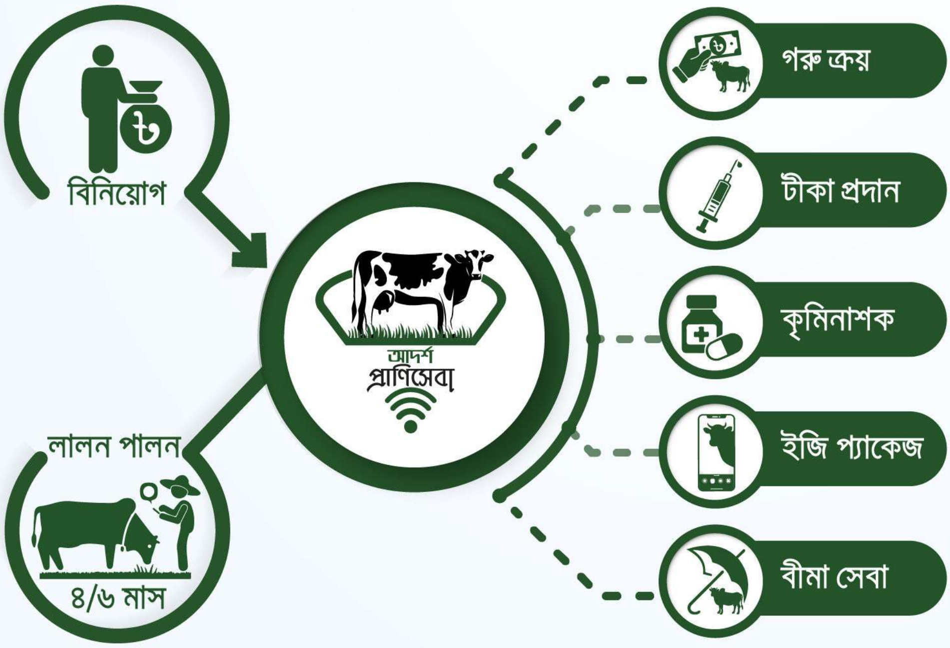

প্রাণিসেবা ভেট
প্রাণিসেবা শপ

09643 207 003 info@pranisheba.com.bd www.jouthokhamar.pranisheba.com.bd

আদর্শ প্রাণিসেবা প্রান্তিক খামারি নির্বাচন করে তাকে ষাঁড়টি লালন পালনের জন্য প্রদান করে। প্রথমেই প্রাণিসেবা ষাঁড়টিকে ইজি প্যাকেজের মাধ্যমে বীমা পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসে। উলেখ্য যে ইজি প্যাকেজের মাধ্যমে গবাদিপ্রাণি সনাক্তকরণে প্রাণিসেবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যান্ত্রিক স্বশিক্ষা এবং মুখস্বীকৃতি প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এছাড়াও শুরুতেই ষাঁড়টিকে কৃমিনাশক/টিকা প্রদান করা হয়।

প্রাণিসেবা একটি মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে যেখানে বিনিয়োগকারীরা প্রাণিসেবা অ্যাপের মাধ্যমে তাদের ক্রয়কৃত গবাদিপ্রাণিকে সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

যৌথ খামার এলাকায় প্রাণিসেবার এজেন্টরা প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের সুবিধার্থে কাজ করেন। কৃষকরা ৪ থেকে ৫ মাস ধরে গবাদিপ্রাণির লালন পালন করে থাকেন। লালন পালনের সময় শেষ হওয়ার পর গবাদি প্রাণিগুলিকে প্রাণিসেবা শপ এবং আঞ্চলিক হাটে সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রি করে প্রথমত লভ্যাংশের ৬০% খামারীকে দেওয়া হয়। বিনিয়োগকারীও ডানে উপরের ছক অনুযায়ী মুনাফা পান।

লাভের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সময়কাল	৬ মাস
বিনিয়োগকারীর মুনাফা	লভ্যাংশের ১৫%
উদাহরণ	
বিনিয়োগ	৬৫,০০০
বিক্রয় মূল্য	১১০,০০০
মোট লভ্যাংশ	৪৫,০০০
বিনিয়োগকারীর মুনাফা	৪৫,০০০ X ১৫% = ৬,৭৫০

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল

প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর-২০২১ সালে শুরু হয়। ৬ মাস মেয়াদে বিনিয়োগকারীরা বছরের যেকোন সময় বিনিয়োগ করতে পারবেন।

যৌথ খামার প্রকল্পে খামারি, বিনিয়োগকারী এবং প্রাণিসেবার দায়িত্ব

কাজের নাম	খামারি	বিনিয়োগকারি	প্রাণিসেবা	মন্তব্য
গরু ক্রয়	✓	✗	✓	বিনিয়োগকারীর টাকায় খামারি এবং প্রাণিসেবা একসাথে গরুটি কিনে থাকে। সাধারণত ৫০,০০০-৭০,০০০ টাকায় গরু কেনা হয়।
লালন-পালন	✓	✗	✗	মেয়াদঃ ৪-৫ মাস
বীমা সেবা	✗	✗	✓	সর্বোচ্চ আর্থিক সুরক্ষার জন্য প্রাণিসেবা গবাদিপ্রাণি গুলো বীমার আওতায় নিয়ে আসে।
কৃমিনাশক ও টিকাদান	✗	✗	✓	প্রাণিসেবা গবাদিপ্রাণির কৃমিনাশক ও টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে।
চিকিৎসা ও ঔষধ খরচ	✓	✗	✓	চিকিৎসা সেবার বিষয়টি প্রাণিসেবা এর নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম প্রাণিসেবা ভেট-এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। ওষুধের খরচ খামারি বহন করেন।
গরু বিক্রি	✓	✓	✓	বিনিয়োগকারী তার বিনিয়োগের সম্পূর্ণ অংশের সাথে গরু বিক্রির পর লভ্যাংশের ১৫% মুনাফা পান।